খোয়াজ খিজিরের গপ্পো

সসীম কুমার বাড়ৈ

ওৎ পেতে থাকা দু'টি ভ্যাসেলের হা করা মুখ প্রায় এক সাথে জেগে উঠল জলের উপর। ভ্যাসেলের খুঁটিতে বাঁধা ডিঙ্গি নৌকা। কুপির আলো দপদপিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। যেন প্রাণ সংশয়ে ভোগা মানুষের আশা নিরাশা। তিন দিক জলের উপর সমান্তরাল ত্রিভুজাকৃতি ভ্যাসেল। জলের মধ্যে জাল। মাছবন্দী খেলাঘর। মাকড়সার মতো জাল গোটাতে গোটাতে বুকাই বর্মন বলে- শুকুরভাই, কি মাছ পরছে?

-মাছ! একটা চ্যাং বুঝল্যা। একটা চ্যাং। নদীর পানিতে মাছ নাই। পানি মুখে দেও, দ্যেখবা বিষ। পোকা মারা বিষের জ্বালায় খোয়াজ খিজিরের গায়ে ফোস্কা পরে গ্যাছে। খিজির সাহেব এমনি এমনি ছাড়ইয়া দেবে। সব মাছ তাড়াইয়া দিছে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে। মোরা জিয়নীরা মরমু আর কি।

- তোমাগো খোয়াজ খিজির আসলে আমাগো মশান দেবতা। কোচবিহারের গোসানীতে পূজা হয় মশান ঠাকুরের। পালোয়ানের মতো গদা হাতে পাহারা দেয় খাল বিল। এহ্যানে তো আর মশানদেব নাই। ইচ্ছা হয় খিজির সাহেবের উরুশে পূজা দেই। নদীতে যদি আগের মতো মাছের ঢল নামে।

অঃ মিঞা, দিনদুপুরে খোয়াব দ্যাখছ। ওঠো দেখিই। উঠনে টাঁই করা ডালের উপর আধ শোয়া শুকুর আলি। চোখে তন্দ্রাভাব। সে খোয়াবের মধ্যে ঘুরছে অন্য ভুবনে- খোয়াজ খিজিরের জন্য ভাসানো তাজিয়ায় বুকাইর দেওয়া আংটি। পাট্টার জমিটুকু বন্ধক রেখে আংটি গড়েছে সে। এই এক হ্যাপা। সরকারের দেওয়া সামান্য জমিতে না ভরে পেট আবার নদীতে মাছ নেই। খিজির সাহেব খুশি হলেই মিটে যাবে সব সমস্যা। জলের তলে আলোর বৃত্ত ঘিরে রূপালী সোনালী মাছ।

হালিমার ধাক্কায় ধরফরিয়ে ওঠে শুকুর মিঞা- আঃ আঃ। কি হইল। সামনে হালিমার কাঁকে ঝুড়িতে কুড়ানো ডালপালা। হালিমার শাড়িতে ছেঁড়া ভারতবর্ষের মানচিত্র। তার নিত্যদিনের এই চেহারা। শুকুর মিঞার চোখ সওয়া হয়ে গেছে।

-আবার বুঝি খোয়াব দেখছ, পানির নীচে অনেক মাছ।

শুকুর মিঞা কোনো কথা বলে না। উদ্ধত মোরগের কক্ কক্ ডাকে ডুবে যাচ্ছে তার ভাবনা। মানুষ আর মোরগের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। দু'টি প্রাণীরই খুঁটে খাওয়া জীবন। অথচ জৈবিক তাড়নায় ছোটা মোরগের কি রাজকীয় ভাব। বড় বিপন্ন মনে হয় শুকুর মিঞার। চল্লিশ যৌবন

নিয়েছে কেড়ে। জীবন চল্লিশা গাইতে গাইতে তার চোখে শুধুই খোয়াব, নদীর পানিতে খই ফোটানো মাছ।

সকাল বেলা বুকাই বর্মন ছুটতে ছুটতে এলো-ও শুকুর ভাই, শুনছ সরকার নোটিশ দিচ্ছে নদীতে একমাস মাছ ধরা চলবে না। ভ্যাসেল তুলে ফেলতে হবে। নইলে জাল নৌকো আটকাবে।

- ক্যান? শুকুর মিঞার বিড়িতে সুখটান গিয়েছে ছুটে।
- আরে বেড়া উৎসব। কোন এক মন্ত্রী চিরাগ জ্বালাইয়া উদ্বোধন করবে।
- গায়ের জোর বুঝল্যা বুকাইদা। যারা সিরাজ, লুৎফানেচ্ছাকে নদীর ওপারে পাঠাইছে বনবাসে তারা করে ঘটা। তুমি আমি সারা রাত বাতি জ্বেলে সবার আত্মার ভাল চাই। আর এই সময় বাবুরা আসে ফুর্তি মারতে। আমাগো ভাত মারতে।

বুকাই বর্মনের রাগে গা শির শির করে - থাকত যদি রাণী রাসমণি। মালো- কৈর্বত্যদের ঘরে ঝনঝনিয়ে উঠত বৃষ্টির ফলার বর্শা। বুকাই বর্মন বোঝে তা হবার নয়। সে মোটেই আজকাল মানুষের শ্রেণী চিনতে পারে না।

হালিমা দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা। এখন তার শীর্ণ দাড় কাকের মতো চেহারা। কুড়ি বছর আগে আলতা পায়ে উঠনময় হালিমার হাঁটা শুকুর মিঞার চোখে জড়তা আনত। তার ডালিম বুকে পরতে পরতে রহস্যময় ইশারা। বলত তুমি আমার ছোট্ট কুটুম পাখি। জাল ফেলা ডিঙ্গি নৌকায় নিয়ে যেত তাকে। বিকাল সন্ধ্যার সীমারেখা মুছে অন্ধকারে ডুবে যেত নদী।শুকুর মিঞার কুটুম পাখি গাইত গান জোনাকি উৎসবে। গাঙ ফরিং-রা সুর মিলাত হালিমার সাথে। আর প্রতিবারই শুকুর মিঞা যেন দেখতে পেত সাদা আলখাল্লা পড়া এক বুড়ো নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ভেবে পেত না বুড়ো ফকিরের দেশ কোথায়। তবে কি সেই দরবেশ যে একদিন কারবেলা থেকে ছুটিয়ে ছিল সাদা ঘোড়া। মরুভূমিতে পানির বান আনতে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া ছুটতে ছুটতে ভাগীরথীর পারে দু'পায়ে ভর দিয়ে ডেকে উঠেছিল হ্রেষা। নদীকে ভালবেসে ভাগীরথীর জলে বিলিন হয়ে গেলেন খোয়াজ খিজির। আর হালিমাই এখন মাঝে মাঝে খোয়াব দেখে- খোয়াজ খিজির নির্বিকার। ভাব নেই। ভাবান্তর নেই। নদীর পানিতে মাছ নেই।

আস পাশের গ্রাম যেন ভেঙ্গে পরেছে নদীর পারে। এরা কেউ চাষী কেউ জেলে। তাদের বউ ঝিদের চোখে আনন্দের বন্যা। ব্যতিক্রম নিউ প্যালেসের মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা হোডিংটা। সেখানে উদ্দাম যুবকযুবতী এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়ে বহুজাতিক সংস্থার নীল আবাসনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। জনতার দৃষ্টি সে দিকে নেই। আজ যে বাগেশ্বর হালদার, নেপু বাউড়িদের মতো অনেকে ঝেরে পুছে নৌকা নামিয়েছে জলে। বাগেশ্বরের বাবা বানিয়েছিল বাইচ নৌকা। গলুই

রাঙানো থাকত টকটকে সিঁদুরে। আর দু'পাশে চুন কালি দিয়ে আকাঁ থাকত চোখ। খোয়াজ খিজিরের উরুশের বাইচে সবাই চিনত তার নাও। সে কতকাল আগের কথা।

ভেলার উপর তাজিয়া। তাজিয়ার মাথায় কালো কাপড়ের নিশান। নিশানের চারদিকে রাংতার চিকচিকি। বুকাই বর্মন নতুন ধুতি- গেঞ্জি পড়ে তাজিয়া কাছে এলো। হাতে ছোট্ট বাক্সে নিজেকে উজার করা আংটি। পিছনে লাল পাড় শাড়ি পরা মোম নিয়ে তার বউ। গোটা একটা লাল সূর্য টিপ তার কপালে। ভেলার চারদিকে জ্বেলে দেয় সে এক একটা মোম। মোম হাতে আমিনা খালেদাদের লম্বা লাইন। বুকাই বর্মন তাজিয়ার উপর চাঁদোয়ায় আংটি সুদ্ধ বাক্সটি রেখে কপালে জোড়া হাতে প্রণাম করে- জয় বাবা খোয়াজ খিজির। খোয়াজ খিজিরের জয়। বুকাই বর্মনের শরীরে চাপা শিহরণ। আংটির দাতা হিসাবে তাকেই ভাসাতে হবে ভেলা। আগে তার জায়গায় দাঁড়াত নবাবরা। সে ছিল একদিন। এখন জেলে কৈর্বত্যদেও জন্য স্পন্সর এক অলীক কল্পনা।

টান টান উত্তেজনায় ভাসছে তেরখানা নৌকা। দু'একখানা বাইচ নৌকা পুরানো দিনের। বাকি সব জেলেদের ছোট নৌকা। আধ কিলোমিটার তাজিয়া ভেসে গেলেই শুরু হয়ে যাবে দমবন্ধ লড়াই। তালে তালে বৈঠার আওয়াজ- ঝপাত ঝপাত। নৌসাদ, শুকুর মিঞার ছেলে শক্ত হাতে ধরে আছে দাড়। বৈঠা হাতে আরও দু'জন মাঝি। সামনের গলুই-এ নিশান হাতে স্থির মূর্তির মত শুকুর মিয়া। প্রাণের দু'কুল ভেসে যাচ্ছে-আল্লা দোয়া কর। বুকাইর কষ্টের মানতে সদয় হও মুশাফির। খিজির হুজুর----। শুকুর মিঞার মাথা যেন আর কাজ করছে না। আংটির মতো একটা সোনালী বলয় ঘুরে যাচ্ছে। খিজিরের ছোয়ায় তা এক আশ্চর্য্য জিয়ন কাঠি। কত যুগের মাছেরা ফিরে পাচ্ছে প্রাণ।

শক্ত হাতে হাল ধর। জোরছে মারো টান মাঝি, জোরছে মারো টান। হেইও হো, হেইও। প্রত্যেকটা নৌকায় জীবন মরণ প্রতিযোগিতা। আগে তাজিয়া ছুঁতে পারলেই কেল্লা ফতে। ঘরে উটবে কষ্টের আংটি। খোয়াজ খিজিরের দোয়া পাওয়ার এমন নিশ্চিত সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় কে? বাগেশ্বরের বাইচ নৌকা তীর বেগে ছুটছে তাজিয়ার দিকে। শুকুর মিঞার বুক চুরমার হয়ে যাচ্ছে- মারো জোরে টান। হেইও হো, হেইও। হাল সোজা রাখো নৌসু। আর একটু। আর একটু। হেইছা মারো টান। শুকুর মিঞা সামনের দিকে তির্যক করে নিশানটা আগে পিছে দোলাচ্ছে তালে তালে। তাদের নৌকা ধরে ফেলে ভাটির টানে তীর হয়ে যাওয়া বাগেশ্বরের বাইচ নৌকা। শুকুর আলীর নৌকা বাগেশ্বরের বাইচ নৌকার সাথে আলোর বেগে ছুটছে ভাগীরতীর টানে। দু'কুলের মানুষেরা স্থির নিশ্চল। আল্লা আর একটু শক্তি দেও। শুকুর মিঞার চোখের সামনে ছুটে যাচ্ছে নদীর তীরে দমবন্ধ জনতা। হালিমার মুখ, তার শাড়িতে ছেঁড়া ভারতবর্ষ। আর মাত্র কয়েক কদম দূরে তাজিয়া। প্রায় নাগালের মধ্যে। হঠাৎ নৌকাটা চরকির মতো ঘুরে

গেল বিপরীত দিকে। নৌসাদ চিৎকার করে উঠলো- আব্বাজান। শুকুর মিঞা ছিটকে চলে যাচ্ছে জলের গভীরে। অনন্ত জলরাশির অতলে। সাদা ঘোড়ায় আলখাল্লা পড়া লোকটা ছুটছে। তার সাদা দাড়ি, লম্বা চুল ভেসে যাচ্ছে আলোর বুদবুদে। ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালী মাছেরা চেকে দেখছে মানুষের লোনা স্বেদ গ্রন্থি।

সসীম কুমার বাড়ৈ, কোলকাতা